

সেই শ্রীভগবানেরই ধ্যান ও পূজা করা একান্ত কর্তব্য। শ্রীগীতোপনিষৎ শাস্ত্রেও বিধান করা হইয়াছে যে—বিশুদ্ধ ভক্তি-সাধনের অনুষ্ঠান করিতে যে ব্যক্তি অসমর্থ, তাহার পক্ষেই ভগবৎসমর্পিত কর্মের অনুষ্ঠান করা কর্তব্য। গীতা শাস্ত্রের দ্বাদশ অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ জগৎকে শিক্ষা দেওয়ার ছলে নিজ প্রিয়মখা অর্জুনকে বলিতেছেন—“হে অর্জুন! আমার ভক্তগণ আমার কৃপায় অনায়াসেই সিদ্ধিলাভ করে। অতএব, তুমি তোমার সংকল্প-বিকল্পাত্মক মনটিকে আমাতেই স্থির নিবিষ্ট করিয়া রাখ; অর্থাৎ অণু জাগতিক বিষয়কে লক্ষ্য করিয়া কোন সংকল্প বিকল্প না করিয়া কেবল আমার সম্বন্ধে কি করিলে আমার সন্তোষ হয় এবং কিম্বা আমার অসন্তোষ হয়, সেই প্রকারের সংকল্প বিকল্প করিতে থাক। তুমি তোমার ব্যবসায়াত্মিক বুদ্ধিকেও আমাতেই নিবিষ্ট করিয়া রাখ। অর্থাৎ আমার প্রীতি-সম্পাদক ও অপ্রীতিকর বিষয় চিন্তা করিয়া যাহাতে আমার সন্তোষ বিহিত হয়, কেবল সেইসকল কার্যই করিবে বলিয়া হৃদয়ে স্থির সংকল্প কর। এই প্রকারে আমার বিষয়ে সর্বদা অনুশীলন করিতে করিতে শ্রীভগবৎভজন করাই একমাত্র কর্তব্য, শ্রীভগবৎপ্রাপ্তিই পরম পুরুষার্থ ইত্যাদিরূপ সম্যক জ্ঞান লাভ করিতে পারিবে। এই অবস্থায় দেহত্যাগের পরে তুমি আমার স্বরূপেই অবস্থান করিবে—ইহাতে অণুমাত্র সংশয় নাই। কিন্তু হে ধনঞ্জয়! যদি স্থিরভাবে আমাতে চিত্তধারণ করিয়া রাখিতে না পার, তবে তুমি তোমার বিক্ষিপ্ত চিত্তকে বারবার সংযত করিয়া আমার নিরন্তর স্মরণরূপ অভ্যাসযোগের সাধন করিবে। এবং এইপ্রকারেই তুমি আমাকে লাভ করিতে চেষ্টা করিবে। পুনরায় যদি তুমি এই প্রকারে তোমার চিন্তাটিকে বারংবার বিষয় হইতে প্রত্যাহত করিয়া আমার স্মরণে নিযুক্ত করিতে সমর্থ না হও, তবে শ্রীএকাদশীর উপবাস প্রভৃতি আমার সম্বন্ধীয় ব্রতসমূহ, অর্চন ও নাম-সংকীর্্তন প্রভৃতি যে সমস্ত কর্মে আমার প্রীতির উদয় হয়, একাগ্রমনে সেইসকল কর্মকেই নিজ শ্রেষ্ঠকর্তব্য মনে করিয়া অনুষ্ঠান করিতে থাক। কেবলমাত্র আমারই সন্তোষের জন্ত এইসকল কর্ম করিতেছ বলিয়া তুমি অবশ্যই মুক্তিলাভ করিবে। পুনরায় যদি তুমি এইপ্রকারে আমার প্রীতি-সম্পাদক কর্ম ও আচরণ করিতে সমর্থ না হও, তবে একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হইয়া সংযতচিত্তে নিত্য-নৈমিত্তিক সকল কর্মের ফল পরিত্যাগ কর। এ স্থলের তাৎপর্য্য এই যে—বর্ণ বা আশ্রম-উচিত কার্য্য করা ঈশ্বরের আদেশ বলিয়া আমি বলিতেছি। কিন্তু এই সকল কর্মের দৃষ্ট বা অদৃষ্ট—সকল ফলই পরমেশ্বরের অধীন। এ বিষয়ে